بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২২ ডিসেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো মরিশাসের ওয়াকফে নও নারী সদস্যাবৃন্দ

সভায় হুযূর আকদাস ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াদির উপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন

২০ ডিসেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো মরিশাসের ওয়াকফে নও নারী সদস্যাবৃন্দ।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াকফে নও সদস্যাবৃন্দ রোজ হিলে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মরিশাসের জাতীয় সদর দপ্তর *দারুস সালাম মসজিদ কম্প্লেক্স* থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও অনুবাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, যার পর একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) পরিবেশন করা হয় এবং মরিশাসে ওয়াকফে নও বিভাগের কর্মকাণ্ডের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।

এক ঘণ্টার এ সভার বাকি সময় ওয়াকফে নও সদস্যাবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াবলী নিয়ে হুযূর আকদাসের নিকট বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাসকে পবিত্র কুরআনের আয়াত **'এবং আমরা এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সকল কিছু বৃথা সৃষ্টি করি নাই'** (৩৮:২৮), আর কিছু মানুষের পোকা-মাকড়ের মত নির্দিষ্ট কিছু প্রাণীর মূল্য ও উপকারিতা নিয়ে প্রশ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে,

“আল্লাহ্ তা’লা কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেন নি। সৃষ্টির কোন অংশই অর্থহীন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিচ্ছুর বিষও নির্দিষ্ট কিছু ওষুধে ব্যবহৃত হয়েছে। সাপের বিষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যা হোমিওপ্যাথির ওষুধে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য কিছু ওষুধ রয়েছে যা পোকামাকড় ও প্রাণীসমূহ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যা অন্যথায় অর্থহীন হিসেবে বিবেচিত হতে পারতো। সুতরাং, এরকম আরও অনেক কিছু আছে। যদিও আমরা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কিছু উদ্দেশ্য রেখেছেন এবং তাঁর কোন সৃষ্টিই অনর্থক নয়।”

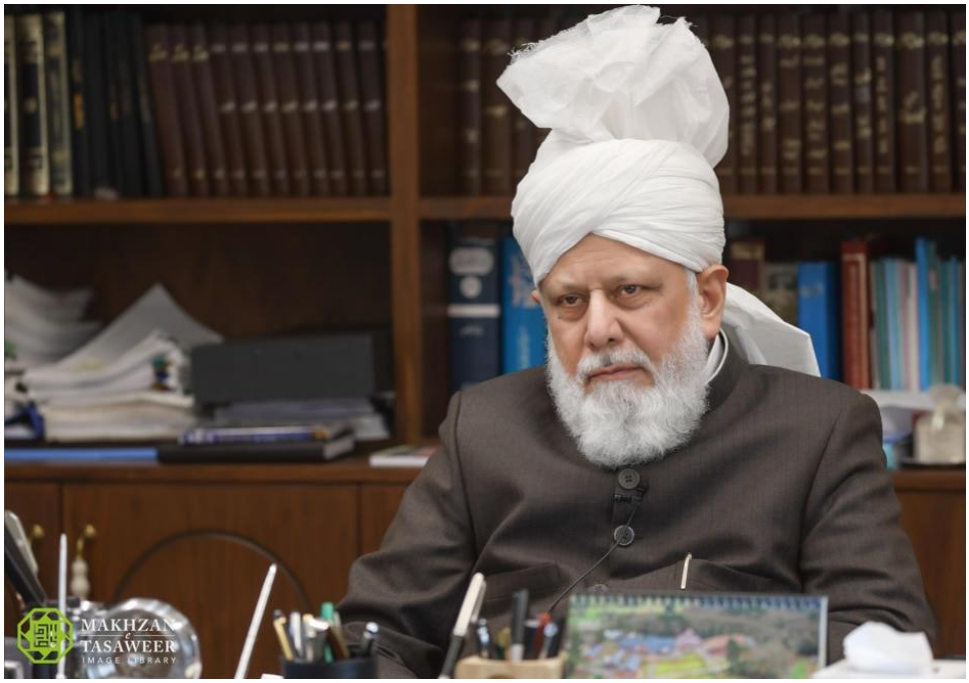

হুযূর আকদাসকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং অল্প-বয়সী মেয়েদের তাদের অ-আহমদী বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার অনুমতি আছে কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর উত্তরে বলেন যে,

“যদি আপনি হিজাব পালন করার বয়সের হন এবং বন্ধুদের সাথে ছবি উঠান, তাহলে আপনার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট না করার জন্য অবশ্যই বলা উচিত। ঝুঁকি এড়াতে প্রথমেই এই জাতীয় ছবি তোলা এড়ানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু, যেখানে ইতোমধ্যে ছবি তোলা হয়ে গেছে, সেখানে, আমি আগে যেভাবে বলেছি, আপনার বন্ধুদেরকে বলুন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেগুলো পোস্ট না করতে। যদি তারা আপনার ভাল বন্ধু হয়, তাহলে তারা এই অনুরোধটিকে গ্রহণ করবে এবং সম্মান জানাবে।”

আরেকজন ওয়াকফে নও সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, কোন ব্যক্তি কীভাবে মহান আল্লাহ্ তা’লার ভালবাসা অর্জন করতে পারে এবং কীভাবে জানতে পারে যে, আল্লাহ্ তা’লা তার প্রতি সন্তুষ্ট।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে,

“যদি আপনি সর্বদা আল্লাহ্ তা’লা যা বলেছেন তা মান্য করেন, তবেই আপনি তাঁর ভালবাসা অর্জন করতে পারবেন। পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক শ’ আদেশ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং, আপনি যদি এই সকল আদেশ অনুসরণ করেন, তবেই আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করবেন। যদি আপনি সঠিকভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইবাদত

করেন, তবেই আপনি তার ভালবাসা অর্জন করতে পারবেন। আর, যদি আপনি তার অবাধ্য হন, তবে আল্লাহ্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রীত হবেন না।"

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় যে, বাচ্চাদেরকে তাদের পিতা-মাতা যদি শাসন করেন বা শাস্তি দেন, তবে কীভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত। হযূর আকদাস এর উত্তরে বলেন যে, ছোটখাট বা তুচ্ছ বিষয়গুলির জন্য পিতা-মাতার উচিত নয় বাচ্চাদের তিরস্কার করা; বরং, এর পরিবর্তে বাচ্চাদেরকে ভালবাসা এবং কোমলতার সাথে বুঝানো উচিত। তিনি আরও বলেন যে, পিতা-মাতার বিশেষ করে তাদের কন্যা-সন্তানদের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে,

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন যে, তিনি বাবা-মায়ের জন্য এটা পছন্দ করেন নি যে, তারা ছোটখাট বিষয়গুলির জন্য অযথা বাচ্চাদেরকে বকাঝকা করেন। বরং তিনি শিখিয়েছিলেন যে, পিতা-মাতাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সন্তানদের সংশোধন এবং তাদের যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা আছে, সেগুলো দূর করার জন্য দোয়া করা উচিত।"

এছাড়া হুযূর আকদাস আরও বলেন যে, বাচ্চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এটি তাদের দায়িত্ব যে, তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশগুলো মেনে চলবে।

আরেকজন ওয়াকফে নও সমাজে অবৈধ মাদকের বিস্তার লাভের উল্লেখ করে বর্ণনা করেন, এগুলোর ব্যবহারের ফলে তরুণদের জীবন কীভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

হযরত আকদাস এর উত্তরে বলেন যে, অবৈধ মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সমগ্র বিশ্বজুড়েই একটি বিশাল সামাজিক সমস্যা। তিনি মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহকারীদের পুরোপুরি নৈতিকতা-বিবর্জিত বলে তীব্র নিন্দা জানান এবং বলেন, তারা সমগ্র বিশ্বের সমাজগুলোকে কলুষিত করছে। হুযূর আকদাস তার হতাশা এবং আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, সত্যিকার অর্থে মাদক ব্যবসায়ীরা এখন এমনকি ছোট শিশুদেরকে পর্যন্ত অপরাধমূলক কাজের ফাঁদে ফেলে তাদের অবৈধ ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার করছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"মাদকের ব্যবহার এখন বিশ্বের সর্বত্রই ব্যাপক এবং এক বিশাল মাফিয়া-গোষ্ঠী দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যারা এমনকি স্কুলের শিশুদেরকে দিয়েও তাদের মাদক বিক্রি করাচ্ছে। তারা শুরুতে শিশুদেরকে সামান্য পরিমাণ মাদক দ্রব্য বিনামূল্যে প্রদান করে এবং যখন তারা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা তাদেরকে বলে যে, আমরা তোমাকে বিনামূল্যে আরও বেশি মাদক-দ্রব্য প্রদান করবো যদি তুমি তোমার সহ-শিক্ষার্থীদেরকে ও অন্যদের কাছে আমাদের এগুলো বিক্রি করো। সুতরাং, সমাজ এখন পুরোপুরিই দূষিত, সমাজে কোনো নৈতিকতা নেই। তারা নিজেদের ও জাতির শিশুদের সাথে কী করছে তার মোটেই পরোয়া করে না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন,

"সুতরাং, আমাদের অবশ্যই খুব সচেতন হতে হবে এবং পিতামাতাকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে শিশুদের ওপরে এবং অসৎ সঙ্গের বিপদ সম্পর্কে তাদের সন্তানদেরকে উপদেশ দিতে হবে। এবং প্রকৃত বিষয় হলো, পিতামাতাকে সন্তানদের জন্য খুবই দোয়া করতে হবে যেন তারা এ প্রকারের ভয়াবহ অভ্যাসের সঙ্গে কখনই যুক্ত না হয়। তাই, আপনি যদি এই ধরনের ক্রিয়াকলাপে যুক্ত কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারেন, যারা বাচ্চাদের জীবনকে ধ্বংস করছে, তবে আপনার উচিত, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। পিতামাতাকে তাদের বাচ্চাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম সম্পর্কে খুবই যত্নশীল এবং সজাগ থাকতে হবে এবং তারপর তাদের জন্য দোয়াও করতে হবে।"

সভাটি সমাপ্ত হওয়ার আগে, ওয়াকফে নও এর এক সদস্য হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থার পতন বা পিছিয়ে যাওয়ার অবস্থাকে কীভাবে প্রতিহত করা যায়।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"ইস্তেগফার করুন, সর্বদা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁর সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মিনতি করুন। বিগলিত চিত্তে তার কাছে প্রার্থনা করুন, যেন একবার আপনি একটি নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক মর্যাদা অর্জন করলে সেখান থেকে আর কখনই আপনি পতিত না হন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করুন; কারণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, প্রতিদিনের নামায একজন ব্যক্তিকে পার্থিব ও বস্তুবাদী সমাজের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখার জন্য সর্বোত্তম উৎস। এবং যখনই কোন খারাপ ধারণা আপনার মনে প্রবেশ করে, সর্বদা মনে রাখবেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আপনাকে দেখছেন এবং আপনার প্রতিটি কাজ-কর্মই তাঁর নজরদারির আওতাভুক্ত।"